বিজ্ঞান দরবার

২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

সম্পাদকের প্রতিবেদন

স্থান : সতীশ নন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সময় : বিকেল ৩-০০টা তারিখ : ০৮/০৬/২০১৪

সাথী সভাপতি ও উপস্থিত সদস্য/সদস্যা,

আমরা আজ ২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে এখানে সমবেত হয়েছি। এবছর বিভিন্ন সদস্য/সদস্যার পরীক্ষা ও অন্যান্য কিছু অসুবিধার কারণে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করতে বেশ বিলম্ব হয়েছে। সভার শুরুতে আমি উপস্থিত সকল সদস্য/সদস্যাগণকে উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

২০০৫ এর ৯ই অক্টোবর ২০তম সাধারণ সভার পর সংগঠন যে গোলযোগ ও অব্যবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তা এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। উক্ত সাধারণ সভার পর বিগত কমিটির কাছ থেকে অনেক কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই উদ্ধার না হওয়া বিষয় গুলি নিম্নরূপ:

১/ সদস্য রেজিষ্টার, ২/ ক্যাশ বহি, ৩/বিল বহি, ৪/ বিল বহি রেজিষ্টার, ৫/ Issue ও receive রেজিষ্টার ৬/ সম্পদ রেজিষ্টার, ৭/ Loan রেজিষ্টার, ৮/৫০০টাকা মূল্যের টেলিস্কোপ, ৯/১০,০০০ টাকা মূল্যের ফার্ণিচার, ১০/ ১২,০০০ টাকা মূল্যের অফিস সরঞ্জাম, ১১/১৬,৪৭০ টাকা মূল্যের Science equipments, ১২/ ৯,২০০ টাকা মূল্যের মডেল ক্যাসেট এবং ১৩/ ৫,৯৩৫.৭০ টাকা মূল্যের বই ও পত্র-পত্রিকা।

উল্লেখ্য, ৮ থেকে ১৩ পর্যন্ত সম্পদ গুলি ২০০৪-০৫ অর্থবর্ষের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী।

পাশাপাশি যে সব বিষয়গুলি বিগত-কমিটির কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল তা নিম্নরূপ:

১/ মিনিট বুক, ২/ ৩১শে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত অডিট রিপোর্ট, ৩/ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ৪/ মেমোর‍্যান্ডাম অফ এসোসিয়েশন, ৫/ ২০০৪-০৫ পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্নের রিসিপ্ট, ৬/ ব্যাঙ্কের পাশ বুক এবং ৭/৫,৬৭০টাকা মূল্যের স্লাইড প্রোজেক্টর। এছাড়া বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার প্রতিযোগীতার রৌপ্য নির্মিত উইনার্স ও রানার্স ট্রফি দুটি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম। উল্লেখ্য, ৭নং বিষয়- স্লাইড প্রোজেক্টর বর্তমানে একেবারেই ব্যবহার অযোগ্য।

সবচাইতে বেশী অব্যবস্থা তৈরী হয়েছিল সংগঠনের হিসাবকে কেন্দ্র করে। ব্যাঙ্কের পাশ বইটা আমরা হাতে পেয়েছিলাম ২০০৬ এর এপ্রিল মাসে। পাশ বই হাতে আসার পর, ২০০৪-০৫ অর্থবর্ষের অডিট রিপোর্ট এবং ১লা এপ্রিল ২০০৫ থেকে ৯ই অক্টোবর ২০০৫ পর্যন্ত ভাউচারহীন খরচের বিবরণ পাশাপাশি রেখে হিসেবের চিত্রটা বোঝবার চেষ্টা করি। প্রথমেই ধরা পরে পাশ বই-এর সাথে অডিট রিপোর্টের গড়মিল। অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ৩১শে মার্চ ২০০৫ তাং পর্যন্ত ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে ২১,১৪২.২৩ টাকা থাকা উচিৎ ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা ১৬,১৪২.২৩ টাকা অর্থাৎ ৫,০০০ টাকার কোন হিসাব নেই। এছাড়া ব্যাঙ্কের বই আটকে রেখে বিগত কমিটির সম্পাদক শ্রী জয়দেব দে এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিজয় সরকার অবৈধ ভাবে ২৬-১০-২০০৫ তাং এ ১৫,০০০ টাকা, ২৫-০৩-২০০৬ তাং এ ১,০০০ টাকা এবং ২৯-০৩-২০০৬ তাং এ ১,০০০ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আত্মসাৎ করে। এই সমস্ত বিষয়ে প্রথমে শ্রী দে কে লিখিত ভাবে জানানো হয় এবং পরে তাকে তার কৃতকার্যের জন্য কারণ দর্শাতে চিঠি দেওয়া হয়। এতেও কোনোরকম কাজ না হওয়ায় ২৬শে নভেম্বর ২০০৬ একটি বর্ধিত সভার নির্দেশ অনুযায়ী শ্রী অলোক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একটি এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। শ্রী ব্যানার্জী শুনানী গ্রহণ করেন ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৭। উল্লেখ্য, শুনানীতে শ্রী জয়দেব নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে ওঠা কোনো অভিযোগকেই শ্রী দে খন্ডন করতে পারেননি। শ্রী ব্যানার্জী সভাপতির নিকট তার রিপোর্ট পেশ করেন ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৭। রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন সম্পদ, বকেয়া অর্থ এবং বিভিন্ন রেজিষ্টার এখনও শ্রী দে ফেরৎ দেননি। উপরন্তু শ্রী দে বিগত কমিটির চারজন সদস্যের সাথে একত্র হয়ে ক্রমাগত সংগঠন বিরোধী কাজ করে যাচ্ছেন। অমাদের

এই সভা পুনরায় একবার আহ্বান জানাচ্ছে শ্রী দে কে সংগঠন বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এবং সম্পদ, বিভিন্ন রেজিষ্টার ও বকেয়া অর্থ ফেরৎ দেবার জন্য। এই অব্যবস্থা ও গোলযোগের কারণে ২০০৫ এর পরবর্তীতে প্রথম পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০১০পর্যন্ত সংগঠনের কাজকর্মের গতি ছিল খুবই শ্লথ। এইসময় পর্বে সংগঠনকে নতুন করে নির্মাণ করতে হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকী। তা সত্বেও বিজ্ঞান দরবার এই মুহূর্তে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। বিগত বছরে সব মিলিয়ে দরবারের কাজের ব্যাপ্তি অনেক।

সাংগঠনিক কাজ : বিগত বছরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এই কাজ দুটি যথাক্রমে সংগঠনের PAN CARD এবং ওয়েবসাইট নির্মাণ।

PAN CARD : কাঁচরাপাড়ায় SBI শাখায় দরবারের নামে অ্যাকাউন্ট হয়েছিল ১৮/০২/১৯৮২ তারিখে। সংগঠনের সংবিধান অনুযায়ী সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিনজন অ্যাকাউন্টটি নির্বাহ করেন। বিগত বছর ব্যাঙ্কের নতুন বিধি অনুযায়ী KYC করাতে গিয়ে দরবার অসুবিধার মুখে পড়ে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য দরবার সত্বর আয়কর দপ্তরের নিকট PAN এর জন্য আবেদন করে এবং কিছু দিনের মধ্যে দরবার PAN CARD পেয়ে যায়। PAN CARD দরবারের সাংগঠনিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নথি।

ওয়েবসাইট : দেখতে দেখতে বিজ্ঞান দরবারের বয়েস হয়ে গেল ৩৩ বছর। স্মৃতির পাতা হাতরালে দেখা যাবে স্থানীয় এবং রাজ্যের নিরিখে বিজ্ঞান দরবারের ব্যাপ্তি বিশাল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সদস্য এইসব অবদানের নেপথ্য নায়ক। এই নেপথ্য নায়করা আজ অনেকেই দরবারের সাথে যুক্ত নয়। এইসব অবদান ও নেপথ্য নায়কদের স্মৃতি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য দরবারের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনা ক্রমে আজ অর্থাৎ ৮ই জুন, ২০১৪ ওয়েবসাইটির উদ্বোধন হবে। PAN CARD এর মত ওয়েবসাইটও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক নিরাপত্তা।

আলোচনাচক্র : বিগত বছরে নানাবিধ কাজের চাপে খুব বেশী সংখ্যক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। দরবার বিগত বছরে 'সৌরজগতের নতুন রূপ শীর্ষক একটি মাত্র আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে। গত ৯ই মার্চ ২০১৩, হালিসহর লোকসংস্কৃতি ভবনে বিকেল চার ঘটিকায় এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচক ছিলেন বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের ডিরেক্টর তথা বিশিষ্ট জ্যোর্তিবিজ্ঞানী শ্রী দেবীপ্রসাদ দুয়ারী মহাশয়। প্রায় সাত শতাধিক দর্শক-শ্রোতা আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন ছাত্র-ছাত্রী। মহাকাশ-গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে অনেক ভূল ধারনা ও বিশ্বাস আছে যেগুলি মূলত: জ্যোতিষচর্চার ভিত্তি এবং জ্যোতিষিরা এগুলিকেই মূলধন করে মানুষকে প্রতারণা করে। ড: দুয়ারী কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড সহোযোগে 'সৌরজগতের নতুন রূপ শীর্ষক যে বক্তব্য রাখেন তা এই সব ভূল ধারণা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আগামী দিনে এই ধরনের আরও আলোচনাচক্রের প্রয়োজন রয়েছে।

পাঠচক্র : বিগত বছরে একটি মাত্র পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয় ২৫শে জুন ২০১৩। সদস্য-সদস্যাদের গুণগত মানোন্নয়নের স্বার্থে পাঠ চক্র একটি জরুরী বিষয়। অগামী দিনে এই বিষয়টির উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রতি মাসে অন্ততঃ একটি পাঠচক্রের ব্যবস্থা করতে হবে। এটাকে সংগঠনের নিয়মিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

হিরোসিমা-নাগাসাকি দিবস : দরবার শুরু থেকেই পরমানু অস্ত্র ও পরমানু শক্তির বিরুদ্ধে সমান ভাবে সরব। ভারতে ক্রমেই পরমানু শক্তি দপ্তরের তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তামিলনাড়ুর কুডানকুলামে দীর্ঘদিন ধরে

সেখানকার মানুষ কুডানকুলাম পরমানু প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রত। বিজ্ঞান দরবার এই আন্দোলনের সাথে একাত্মবোধ করে। বিগত বছর ৯ই আগষ্ট ২০১৩ হিরোসিমা-নাগাসাকি দিবস উপলক্ষ্যে দরবার কুডানকুলাম আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে কাঁচরাপাড়া গান্ধীমোড় থেকে বাগমোড় পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করে। দরবারের সদস্য ছাড়াও এই পদযাত্রায় স্থানীয় অন্যান্য সংগঠনের সদস্যরাও যোগ দেন। এই উপলক্ষ্যে দরবার একটি প্রচার পত্রও প্রকাশ করে।

বিজ্ঞনী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী :

এটা দরবারের একটা নিয়মিত কর্মসূচী। এই বছর এই কর্মসূচীতে ১৫টি স্কুল অংশগ্রহণ করে এবং কর্মসূচীর বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। জ্যোতিষশাস্ত্র ও তার চর্চা যে অপবিজ্ঞান এবং এই চর্চার মাধ্যমে জ্যোতিষীরা সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরাই ছিল এই বিষয় নির্বাচনের প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্মসূচীর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠীত হয় ৬ই অক্টোবর, ২০১৩ কাঁচরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। চূড়ান্ত পর্বে উইনার্স ট্রফি লাভ করে হার্নেট উচ্চ বিদ্যালয় এবং রানার্স ট্রফি লাভ করে ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুল।

নাট্যকর্মশালা : ২০১১ সাল থেকে দরবার নাট্যকর্মশালাকে একটি নিয়মিত কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রতি বছরই এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত বছরে নাট্যকর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৪। সাতদিন ব্যাপী এই ৭৪ জনকে নিয়ে নাট্যকর্মশালা চালানো নিঃসন্দেহে একটি শ্রমসাধ্য কর্মসূচী। দরবারের সদস্য-সদস্যারা এই শ্রমনিবিড় কর্মসূচী সসম্মানে উতরে দিয়েছে।এর জন্য প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই নাট্যকর্মশালায় পরিচালক ও শিক্ষক হিসাবে ছিলেন সর্বশ্রী দুলাল কর, গৌতম মৃধা, রজত দাস, শমিত বন্দোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ। এবার নাট্যকর্মশালায় নাটকের পাশাপাশি চিত্র শিল্প ও কোরিয়গ্রাফিও কর্মশালার অঙ্গ ছিল। এই দুটি বিষয়ে শিক্ষক ও পরিচালক হিসাবে ছিলেন যথাক্রমে প্রশান্ত মল্লিক এবং শ্রী অসিত আচার্য। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশায় প্রতিষ্ঠিত ও ব্যস্ত মানুষ। তাদের পেশাগত ব্যস্ততা সত্ত্বেও যেভাবে সাতদিন ধরে কচি-কাঁচাদের নিয়ে কাজ করেছেন তা বিজ্ঞান দরবারের কাছে অভাবনীয়। শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয়, দরবার এদেরকে আপনজনই মনে করে। আশা রাখি আগামী বছরও তাদের সাহচার্য আমরা পাব।

ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর ও বিজ্ঞান বোধ বিকাশের আন্দোলন :

ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর ছিলেন মহারাষ্ট্রের বিজ্ঞানবোধ বিকাশের আন্দোলনে একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই সমিতিকে ধরেই তিনি দীর্ঘকাল ধরে অন্ধ সামাজিক বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও অনুশীলন তথা কালো ম্যাজিকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ। গত ২০শে আগষ্ট ২০১৩ এই মহান মানুষটি আততায়ীর হাতে খুন হন। আততায়ীরা এখনও অধরা। কারা আততায়ী এবং কেনই বা তারা দাভোলকারকে খুন করল এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার জানা না গেলেও অনুমান করা একেবারেই শক্ত কাজ নয়। গত তিন বছর ধরে নরেন্দ্র দাভোলকর ও তার সহযোদ্ধারা কালো ম্যাজিকের বিরুদ্ধে একটি আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। উল্লেখ্য, আইনের খসরাটি ডাঃ দাভোলকরই তৈরী করেছিলেন। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের প্রধান মুখ ছিল সনাতন সংস্থা নামে একটি হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন। এই সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরেই দাভোলকর ও তাঁর এক সহকর্মী শ্যাম মানবকে হুমকি দিয়ে আসছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ দলও নিরীশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শাস্তির হুমকি দিয়ে আসছিল। এই হুমকির লক্ষ্য ছিল দাভোলকর, শ্যাম মানব, কুমার কেটকার এবং দিলীপ ওয়াগলে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। খুন হওয়ার পূর্বে দাভোলকার দুজন স্বঘোষিত গড্‌ম্যনের অর্থাগমের উৎস নিয়ে তদন্ত করেছিলেন। দাভোলকার এই গড্‌ম্যনদেরও হুমকির মুখে ছিলেন। সনাতন সংস্থা তাদের মুখপত্র সনাতন প্রভাতের মাধ্যমে নিয়মিত অপপ্রচার চালাত। এই বৈরীতার মধ্যেই দাভোলকার খুন হন। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন কারণে দাভোলকারের শত্রু ছিলনা। অতএব খুনীরা যে হিন্দুমৌলবাদীদের দ্বারা নিয়োজিত সে বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহ নেই।

দাভোলকারকে খুনের প্রতিবাদে এবং খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে দরবারের সদস্যরা ২৫শে আগষ্ট ২০১৩ কাঁচরাপাড়ার গান্ধীমোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করে।

সংগঠন :

সংগঠনের শক্তি ও গুণগত মান পূর্বের চাইতে অনেক সুদৃঢ়। বেশ কিছু নতুন সদস্য/সদস্যা সংগঠনে এসেছে। বর্তমানে দরবারের সদস্য সংখ্যা ৩২। সংগঠনের কাজের পরিধি বাড়ালেই হবেনা, সদস্য/সদস্যাদের গুণগত মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং গণবিজ্ঞান অভিমুখী করে তুলতে হবে। পুরোনো সদস্যরা অনেকেই পঞ্চাশোর্ধ আথবা পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। এমতাবস্থায় নতুন সদস্যরা যদি সামনের সারিতে না আসে তবে অদূর ভবিষ্যতে দরবারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পরবে। অতএব গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। দরবার কোন রাজনৈতিক দল বা Funded NGO নয়। অতএব এখান থেকে কোন সদস্য/সদস্যারই পাবার কিছু নেই। কিন্তু দরবারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য/সদস্যা যদি নিজেকে তৈরী করে নিতে পারেন তাহলে অনেক কিছুই দেবার আছে। এই দেবার তৃপ্তি পাবার তৃপ্তি থেকে অনেক বেশী। তৈরী হওয়ার বিষয়টা সদস্যদের উপর ছেড়ে দিলেই হবেনা, দরবারকে সাংগঠনিকভাবেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার :

আমরা একবিংশতি শতাব্দীর মানুষ। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে প্রায় তিনশ বছর এগিয়ে। অর্থাৎ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির বয়স তিনশ বছর। এই তিনশ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভুত উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু এই উন্নয়ন কতটা ইতিবাচক তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ তৈরী হয়েছে। বিভিন্ন শাখায় প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের জন্য পণ্য সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। পণ্য মানে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। বস্তুর যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়োজন বিপুল শক্তির। মানুষ এই বিপুল শক্তির ব্যবহার ঘটিয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারের মাধ্যমে। এর ফলে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষের ভান্ডারে পর্বত প্রমান অর্থসম্পদ জমেছে। কিন্তু বিপরীতে ভূ-উষ্ণায়ন ক্রমশঃ সমগ্র মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রসারও সভ্যতার উপর সার্বিকভাবে ইতিবাচক ছাপ ফেলতে পারেনি। শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে অল্প কিছুকাল বিজ্ঞানের গবেষণার স্বাতন্ত্র্য বা নিরপেক্ষতা ছিল। কিন্তু অচিরেই পণ্য- সমাজের চাপে পুঁজিবর্ধক প্রযুক্তির সম্ভবনাই হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞান গবেষণার চাবিকাঠি। এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এযাবৎ বিজ্ঞানের গবেষণা যতটুকু হয়েছে সেটুকুও ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের শিক্ষা, পাঠক্রম, চর্চা এবং সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হলে আমাদের চিন্তাভাবনা ও মানসিকতা মধ্যযুগীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আমরা এখনও জাত-পাত, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা এবং অলৌকিক ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারনার আবর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অতএব বিজ্ঞান দরবারের মত সংগঠনের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। সকল সদস্য/সদস্যাকে এই গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিবেদন শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে
দীপক মজুমদার
সম্পাদক
বিজ্ঞান দরবার

তাং ঃ ৮ই জুন, ২০১৪
কাঁচরাপাড়া

আগামী বছরের (২০১৪) কর্মসূচী ও প্রস্তাবাবলী

ক) সাংগঠনিক প্রস্তাব :

১। বিজ্ঞান দরবারের একটি স্থায়ী কার্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ড নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৩। সদস্যদের জানা-বোঝার মান বৃদ্ধির জন্য প্রতিমাসে অন্ততঃ একটি পাঠচক্র এবং প্রতি দুমাসে অন্ততঃ একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করতে হবে।

৪। সংগঠনের সদস্য/সদস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।

৫। সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বাড়াতে হবে।

খ) কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব :

১। বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী-২০১৪ এর বিষয় হিসাবে আতসবাজী ব্যবহারের বিপদকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হবে।

২। নাট্যকর্মশালায় নাটকের বিষয় স্থির করার জন্য বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। এইজন্য একটি সাবকমিটি তৈরী করতে হবে।

৩। ২০১৪-১৫ বর্ষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ১০০ বছর পূর্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৭৫ বছর পূর্তি। বিজ্ঞান দরবার ২০১৪-১৫ বর্ষকে যুদ্ধবিরোধী বর্ষ পালন করার আহ্বান জানাচ্ছে। এই বিষয়ে কর্মসূচী স্থির করার জন্য একটি সাবকমিটি গঠন করতে হবে।

গ) আর্থিক প্রস্তাব :

১। প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাকে মাসিক ১০ টাকা হারে চাঁদা দিতে হবে এবং এই নিয়ম এপ্রিল, ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হবে।

২। সভাপতি, সধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ- এই তিনজনার মধ্যে যেকোন দুজন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নির্বাহ করবেন।

তারিখ : ০৮/০৬/২০১৪

স্বাঃ দীপক মজুমদার
সম্পাদক, বিজ্ঞান দরবার